কী করে গান হলো জানি না

রিসাইটাল স্কোরিকাল জানুয়ারী ২০২২। ত্রয়োদশ সংখ্যা

ই-বুক

Recital Spherical

An offside art magazine

Our Mission & Vision

To talk about Recital Spherical's mission, it entirely focuses on all the creative minds out there looking for a stage to share their talents and experiences. All kinds of arts and artificial works are mostly welcome. Language has no barrier inside this and to talk about its vision, our team is always looking for future collaborations with any artists nationally and globally. Any kind of art works can also be promoted through our web magazine. We are always working so that all the brightest and the creative minds can get such opportunities.

Recital Spherical

সংখ্যা

জানুয়ারি সংখ্যা,২০২২

প্রচ্ছদ

শুভ্রা সাহা

অলঙ্করণ

শুভ্রা সাহা

সম্পাদক (পত্রিকা/প্রকাশনী)

অদ্বৈতকৃষ্ণ বসু
শুভ্রা সাহা

নিউজ সম্পাদক

শুভদীপ চ্যাটার্জি

প্রকাশক

রিসাইটাল স্ফেরিকাল

www.recitalspherical.org
www.rsnewsbengali.com

recitalspherical@gmail.com
rsnewsindia032@gmail.com

যোগাযোগ :
৮৩৩৫৮০৮৫৪০,৮৭৭৭৭৫৪৪৭৩

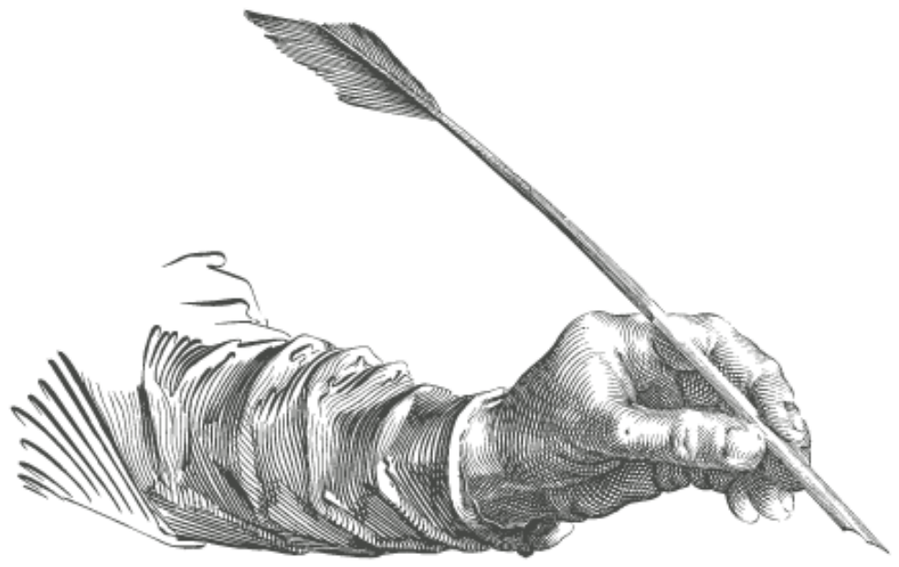

সূচীপত্র

দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গীত ও ALICK NKHATA : বিশ্বরূপ হাওলাদার

The Benefits of Listening Music : Shipra Haldar

কী করে গান হলো জানি না : সোমনাথ ঘোষ

ঘাটু গান : রাখী সাঁফুই

Do you know the size of your brain can actually grow by Music? : Rohit Majumder

অন্যান্য

এপিটাফ : সৌমেন দাস

নক্ষত্র পতনের দশক পার : রোহিত মজুমদার

দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গীত ও ALICK NKHATA

বিশ্বরূপ হাওলাদার

“This is Green Leader of the Rhodesian military. We request your permission to attack Rhodesian terrorist bases on your territory. You are not the enemy, I repeat, the Zambian government and its people are not the enemy. We are simply targeting Rhodesian terrorists.”— Rhodesian Army-র এই প্রশ্নে ঘেরা বক্তব্যের উত্তরে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ জাম্বিয়া সরকার সেদিন সম্মতি জানিয়েছিল। যে সম্মতি জাম্বিয়া সরকার সেদিন সম্মতি জানিয়েছিল। যে সম্মতি জাম্বিয়া সরকারের আছে আজও একটি উচ্চমানের শিক্ষা। যে গাফিলতির ফলে জাম্বিয়ার মাথা হেট হয়ে আসে ইতিহাসের পাতার দিকে তাকালে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের নাম — Alick Nkhata -র মৃত্যু।

১৯২২, Alick Nkhata জন্ম নিয়েছিলেন জাম্বিয়ার কাসামাতে। তাঁর পিতা Tanga আর তাঁর মা Bemba, দু'জনেরই ছিল শিল্প সত্তা। সেই শিল্প সত্তা ভবিষ্যতে Alick এর মধ্যে সঙ্গীত রূপে ধরা দেয়। তবে শিক্ষার পথে তাঁকে একজন শিক্ষক হিসেবে ট্রেনিং নিতে হয়। তখন সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ! সেই যুদ্ধের আঁচ পেরিয়ে মিউজিকোলজিস্ট High Tracey -র সঙ্গে কাজ করা শুরু করে Alick। এই কাজের সুবাদে Alick বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নিজের ভালোবাসা অর্থাৎ তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন করবার সুযোগ পায়।

তাঁর এই সঙ্গীতের পথে বহু সঙ্গীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। যারা বিভিন্ন ভাবে তাঁর সঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছে এবং বলা যায় পৃথিবীর সম্মুখে এগিয়ে আসতে তাঁর হাত শক্ত করে ধরেছে। Dick Sapseid ছিলেন এমন একটা নাম, যে একটি ব্রডকাস্টের এসিস্ট্যান্ট অফিসার। সে পিয়ানো বাজিয়ে Alick -এর সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে। সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে Alick এর প্রিয় ইন্সট্রুমেন্ট ছিলো গিটার। Alick তাঁর একিউস্টিক গিটারের মাধ্যমে বহু গান কম্পোজ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিটি গান রেকর্ড করার মতো সুযোগ হয়নি। এমন অনেক সামাজিক এবং রাজনৈতিক গান Alick বেঁধে ছিলেন, যে গানগুলো মানুষের সম্মুখে প্রস্তুত তো করতে পেরেছেন কিন্তু রেকর্ড করে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে যেসব গান রেকর্ড করতে পেরেছিলেন সেগুলো মানুষের মনে এখনো গেঁথে আছে। কিছু কিছু গান এখনো মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। যেমন "Taxi Driver"— এই গানের কথা শুনলে মানুষ এখনো হাসে, এমনই একটি হাস্যকর গান। ঠিক এই হাসির উল্টোপিঠে Alick তাঁর গান "Chisoni" গানের মাধ্যমে মানুষকে বিষাদে ডোবায়। তারপর সমবেদনার পথে হেঁটে যান "Maliya" -র মাধ্যমে। বিদ্রুপ ভরা গানও আছে তাঁর ঝুলিতে, যে গানের নাম — "Abalumendo Bemo", Alick পারতেন সঙ্গীতের মাধ্যমে মুহূর্তে মানুষকে হাসাতে এবং কাঁদাতে।

“১৯৫০ দশকে Alick ব্রডকাস্টের মাধ্যমে পুরো দক্ষিণ আফ্রিকার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনের মেয়াদ ছিলো প্রায় ১৫ বছর। ১৯৭০ সালে মধ্যকালে অবসর নিয়েছিলেন তাঁর নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশনের জীবন থেকে। তাঁর ব্যপ্তিকালে Zambian Broadcasting Service Director -এর পদও সামলেছেন সাচ্ছন্দ্যে। ব্যান্ড তৈরি করেছিলেন জাম্বিয়ার বুকে। নাম রেখেছিলেন — "Lusaka Radio Band" পরবর্তী কালে ব্যান্ডের নাম পরিবর্তন করেন, এবং নাম রাখেন— "The Big Gold Six Band"।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা যেভাবে সঙ্গীতের তারে বেঁধেছেন সেই বাঁধন ছাড়াও গোটা বিশ্বের দরবারে নিজেদের দেশগাঁ-সংক্রান্ত অধিকাংশ সঙ্গীত অনুবাদ করেছেন ইংরেজি ভাষায়। যেন ইতিহাসের পাতায় লোক সঙ্গীতের এই নথি না হারায়, তার জন্য রেকর্ড করেছেন প্রতিটি অনুবাদ করা গান। নিজের দেশের জাতীয় সঙ্গীত আঞ্চলিক ভাষাও অনুবাদ করেছেন সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে।

Alick যে সময় সঙ্গীত পরিবেশন করতে এসেছিলেন তখন রেকর্ডিং থেকে শুরু করে মানুষের কাছে সঙ্গীত পৌঁছে দেওয়া আজকের মতো সহজ ছিলো না। তখন হাজার বাঁধা পেরিয়ে একটা গান পৌঁছে দেওয়া যেত মানুষের মাঝে। সিডি ক্যাসেডের রূপে প্রকাশ করা হতো তখন মিউজিক। Alick -এর Jazz মিউজিক এখনো সিডি করে রাখা আছে জাম্বিয়ার মিউজিয়ামে। মিউজিয়ামে ইতিহাসের পাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার সব থেকে বড় সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন Alick Nkhata কে রাখা তো সম্ভব হয়নি তবে তার সৃষ্টিকে আগলে রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

Alick Nkhata ই দক্ষিণ আফ্রিকার আঞ্চলিক সঙ্গীতকে গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এভাবে কোনো সঙ্গীত শিল্পী আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করতে পারেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার গর্ব ছিল Alick Nkhata।

Alick তাঁর সঙ্গীতের ক্লান্তিহীন সফর শেষে ১৯৭৪ এ অবসর নিলেন। এই অবসর ওঁকে নিয়ে গেলো Mukushi -র একটি ফার্ম হাউজে। যে ফার্ম হাউজ তৈরি হয়েছিল চাষবাসের জমির উপর। ব্যস্ত জীবন থেকে শান্ত প্রকৃতির কোলে একটু থামতে চেয়েছিলেন। শান্তিতে জীবন যাপন করতে চেয়ে ছিলন Alick, সেই শান্তি চিরকালীন হতে পারে কেউ কখনো ভাবেনি। কে জানত একটি মাত্র সম্মতি মুছে দিতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকার আকাশের সব থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি! এ কথা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারও ভাবেনি। শ্রোতারা তখনো তাঁর সঙ্গীতের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। যেন লাইভ মিউজিকের শেষে সবাই বাড়ি ফেরার পথের লুপে আটকে পড়েছে। তবে এই লুপ থেমে গেছিল একটি বিস্ফোরণের আওয়াজে।

Selous Scouts, Rhodesian Army -র স্পেশাল আর্মি ব্রাঞ্চ। যারা ধেয়ে এসেছিল আকাশ পথে Zimbabwe People’s Revolutionary Army (ZIPRA) -র দিকে। ওঁরা নিজেদের ট্রেনিং করছিল Mkushi camp এ। এই ট্রেনিং Bush war-এর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য ZIPRA চালাচ্ছিল। সেই Mkushi -তেই ছিল Alick Nkhata -র ফার্মটি। প্রকৃতির শান্ত কোলে। অথচ একথা কারোরই মাথায় ছিল না। জাম্বিয়ার সরকারও ভুলে গেছিল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে Chris Dixon -এর একটি অর্ডার মাত্রই ক্রসফায়ারে মৃত্যু হয় দক্ষিণ আফ্রিকার নক্ষত্র Alick Nkhata -র। রক্তাক্ত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস। সেই গাঢ় রক্তের দাগ মেলায় নি আজও। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে তা চিরকালীনই চরম লজ্জার ।

যে ভুলের জন্য আজও দক্ষিণ আফ্রিকার মাথা হেঁট হয়ে আসে। যতই স্কুল, কলেজ, শপিং মল অথবা রাস্তা তৈরি হোক না কেন Alick Nkhita -র নামে; তবুও তাঁর শ্রোতারা ক্ষমা করতে পারেনি ইতিহাসের এই বৃহত্তম গাফিলতিকে। যে গাফিলতি কেড়ে নিয়েছে একটি মহান সঙ্গীত শিল্পীর জীবন। যে দেশের এবং নিজেদের সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে মানুষের জন্য সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন চিরজীবন, সেই খ্যাতি ও ভালোবাসার নাম — Alick Nkhata

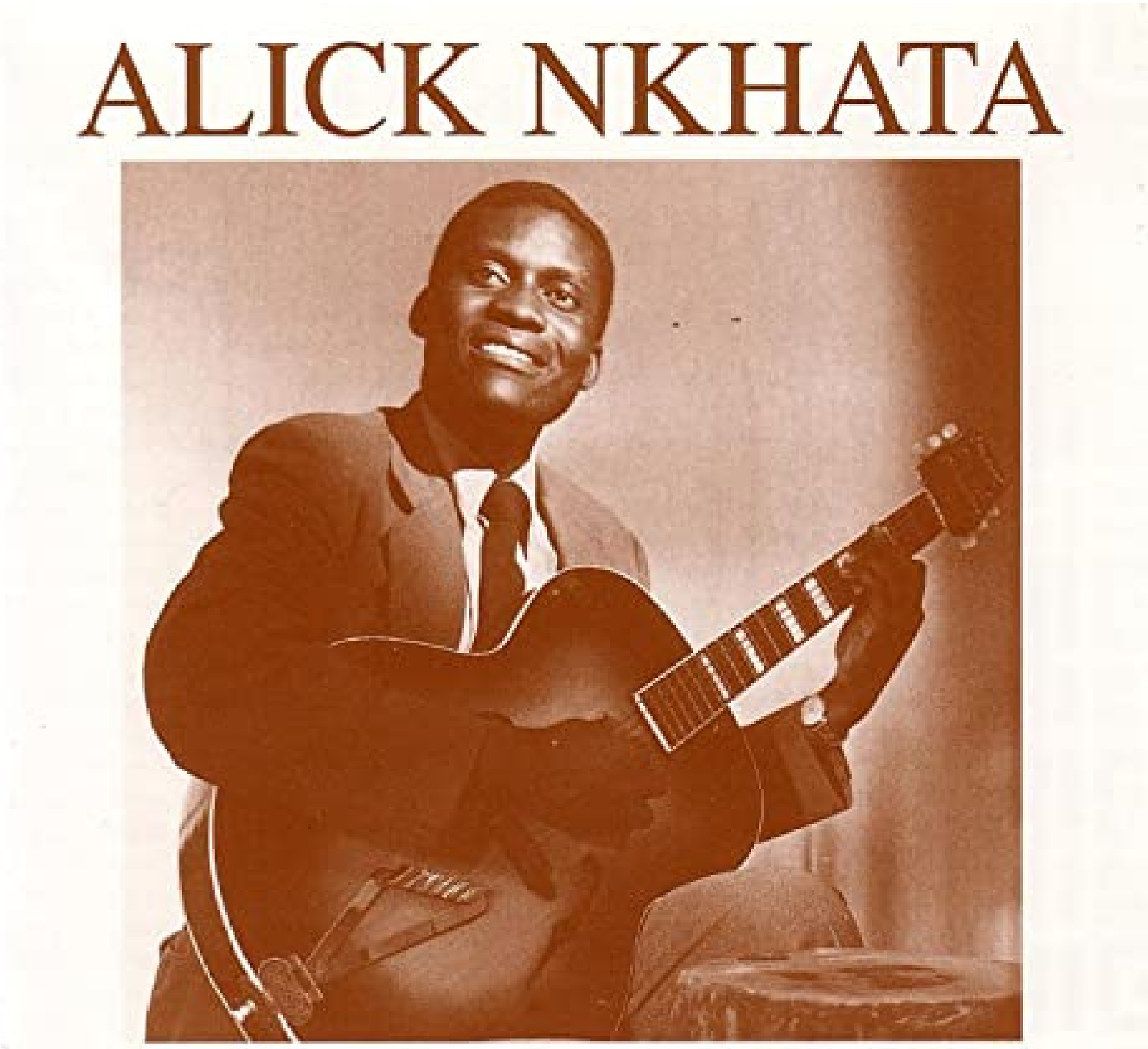

THE BENEFITS OF LISTENING MUSIC

Shipra Haldar

Music is one of the most universal ways of expression and communication for human kind and is present in the everyday lives of people of all ages and from all cultures around the world. Hence, it seems more appropriate to talk about musics rather than in the singular. Furthermore, research by anthropologists as well as ethnomusicologists suggests that music has been a characteristic of the human condition for millennia.

People listen to music to regulate arousal and mood, to achieve self-awareness, and as an expression of social relatedness. The first and second dimensions were judged to be much more important than the third a result that contrasts with the idea that music has evolved primarily as a means for social cohesion and communication.

It can help in healing, in breaking down barriers and borders, in reconciling, and it can also educate. As a cultural right, music can help to promote and protect other human rights (civil, political, economic or social). There are many amazing examples of music being used as a tool for social change around the world.

Listening to music, singing, playing , creating , whether individually and collectively, are common activities for the vast majority of people. Music represents an enjoyable activity in and of itself, but its influence goes beyond simple amusement.

We have a such a deep connection to music because it is 'hardwired' in our brains and bodies," Barbara Else, senior advisor of policy and research at the American Music Therapy Association told Medical News Today. "The elements of music rhythm, melody, etc. are echoed in our physiology, functioning and being."

Numerous scientific and psychological studies have shown that music can lift our moods, combat depression, improve blood flow in ways similar to statins, lower levels of stress related hormones such as cortisol, and ease pain. music can improve the outcomes for patients after surgery.

Innes coauthored a 2016 study that found music listening could boost mood and well-being and improve stress related measures in older adults suffering from cognitive decline. Her study compared the benefits of music to those of meditation a practice in vogue for its mental health perks. She found that both practices were linked to significant improvements in mood and sleep quality.

Along with inducing stress, Loewy says, the wrong music can promote rumination or other unhelpful mental states. One 2015 study from Finland found that music can bolster negative emotions like anger, aggression or sadness much the same way it can counteract these feelings.

Well actually, there is one part of the music that any of the most successful music makers today would agree is the most important part; THE MELODY! The melody is the central most important part of any song. It is a readily available and inexpensive, yet powerful resources that can be accessed in various ways to make a difference to your health and wellbeing.

কী করে গান হলো জানি না

সোমনাথ ঘোষ

"শিল্পের কাজ হলো স্থিরতায় অস্থিরতা তৈরী করা আর অস্থিরতায় স্থিরতা আনা", আর ঠিক সেই কাজটা উপন্যাস, কবিতা,নাটক ইত্যাদির মতো সঙ্গীত করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। সঙ্গীত সুর এবং কথার মেলবন্ধন, সুর যদি প্রাণ হয় তবে তার চেতনা হলো কথা।সেই চেতনা যা আমাদের মনন, দৃষ্টিভঙ্গি,ভাবনাকে প্রভাবিত করে এমনকি পরিবর্তিতও হয়তো করতে পারে। কথা একসূত্রে বেঁধে ফেলে মানুষকে ধর্ম,বর্ণ,জাতি,দেশের সীমানা নির্বিশেষে। তাই তো 'উই শ্যাল ওভারকাম' সুর না পরিবর্তন করেও একই ভাষ্যে থেকে যায়' আমরা করবো জয় অথবা 'হাম হোংগে কামইয়াব' । সেই কথাতেই হয়তো স্বপ্ন দেখে জন হেনরি , আল্লুরি সীতারাম রাজু , চা বাগান অথবা কানোরিয়া মিলসের শ্রমিকরা । এই কথা সময়ে সময়ে ভেঙ্গেছে , পরিবর্তিত হয়েছে , বিবর্তিত হয়েছে কালের গতিতে । কিন্তু আমাদের মননকে পরিবর্তন করার কাজ থামায়নি এক মুহূর্তের জন্যও। কখনও কোন গান আমাদেরকে আছড়ে ফেলেছে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আর গেয়ে উঠেছে 'এভ্রিবডি নোজ দ ফাইট ওয়াজ ফিক্সড , দ্য পুওর স্টে পুওর , দ রিচ গেট রিচ ' অথবা 'দেখো ভালো জনে রইলো ভাঙ্গা ঘরে , মন্দ যে সে সিংহাসনে চড়ে ' ! আবার কখনও এই গানই এক হয়ে যায় ইংল্যান্ডের কোন স্যাঁতস্যাঁতে গলি অথবা মধ্য কলকাতার কোন শীতের রোদভেজা রোয়াকে । তারা আমাদের ফের স্বপ্ন দেখতে শেখায় আর শোনায় ' ইমাজিন দেয়ার ইজ নো কান্ট্রি , ইট ইজ নট হার্ড টু ডু , নাথিং টু কিল অর ডাই ফর অ্যান্ড নো রিলিজিয়ন টু ' অথবা 'বসতি আবার উঠবে গড়ে , বাতাস আলোয় উঠবে ভরে , জীর্ণ মতবাদ সব ইতিহাস হবে , পৃথিবী আবার শান্ত হবে ' ! কাল থেকে কালান্তরে গানের কথা আমাদের হাসিয়েছে , কাঁদিয়েছে , ভাবিয়েছে , কখনও অস্থির করেছে আবার কখনও ভরিয়েছে প্রশান্তিতে তার অনাবিষ্কৃত যাদুকলমে !'প্রেম এবং বিদ্রোহ ছাড়া শিল্প হয়না ' ! শিল্পের এ হেন স্বভাবের ব্যতিক্রম গানও নয় । গানের কথায় মানবসভ্যতার এই দুটো ধারা তাই ফিরে ফিরে এসেছে সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ! প্রাকলগ্নে সঙ্গীত , সাহিত্যে উভয়ই ছিল ধর্ম সম্পর্কিত । তাই আমরা যে কোন ভাষাতেই ধর্মীয় সঙ্গীত থেকেই সঙ্গীতের সুচনা হতে দেখি । তা সে বেদের স্তব গান হোক অথবা উপনিষদের স্তৌত্রপাঠ ! সঙ্গীতের সুচনা যে কোন ধর্মেই এভাবেই । সেখান থেকেই ধীরে ধীরে জন্ম নেয় কীর্তন , বন্দিশ , ক্যারল , কাওয়ালি থেকে পরবর্তী কালের বাউল , সুফিতে । সময়ের সাথে ঈশ্বরপ্রেম থেকে ব্যাক্তিপ্রেমে প্রসার ঘটে সঙ্গীতের লেখায় । কখনও কখনও ব্যাক্তিপ্রেম আর ঈশ্বর প্রেম এক হয়ে যায় ! গানের কথার উপজীব্য হিসাবে হয়তো প্রেমই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে । সুজানা , বেলা বোসরা মিলে যায় সুরের দুনিয়ায় । নাকি আমাদের মনের গহীনে ?প্রেমের তীব্র আকুতি যেমন কখনও আমাদের বলিয়ে ফেলে ' শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই ' তেমনই ' মউৎ অউর জিন্দেগি , তেরে হাথো মে দে দিয়া রে ' বলিয়ে নেয় কোন ডায়রির পাতায় । সঙ্গীতের একদিকে প্রকাশ যেমন প্রেমে তেমনই অন্যদিকে তাঁর প্রসার বিপ্লবে, বিদ্রোহে, প্রতিরোধে ! তাই তো তাকে ভীষণ ভয় পায় স্বৈরাচারী শাসক । চরণদাসদের জায়গা হয় যন্তরমন্তর ঘরে ।তবে গান কে কবে আর Gun এর ভয় দেখানো গেছে ? তাই তো পল রবসন, নজরুল ইসলাম থেকে সলিল চৌধুরীর হাতিয়ার হয় গানের কথা। যুগে যুগে তা পড়ে শাসকের রোষানলে ।

শুধুই কি প্রেম আর বিদ্রোহ? গানের কথায় উঠে এসেছে বারবার সমকালীন সমাজ, দর্শন , জীবনধারা , মূল্যবোধ । হ্যারি বেলাফন্টের জামাইকা ফেয়ারওয়েল কিম্বা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাঁয়ের বঁধূ র মূর্ছনা আমাদের জানান দেয় কোন অঞ্চলের সামাজিক চালচিত্ররও ! ঠুইংরি, টপ্পা থেকে ভাদুগানের কথায় আঞ্চলিক সংস্কৃতিই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে । আবার কখনও কখনও হাসির উপাদান হিসাবেও প্রকাশ পেয়েছে এই গান । তবে তা কি নিছক হাসির নাকি তার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে সমাজের প্রতি , নিয়মের প্রতি শ্লেষ ,উপহাস, প্রতিবাদ ? আশির দশকে প্যারাডি থেকে আধুনিক ব্যান্ডের গানের কথায় তা বারবার আমাদের ভাবায় । লেনিনের পাদদেশে প্রণামির থালা সহ বিভিন্ন কথা আমাদেরও পূর্বজ কালীপ্রসন্ন সিংহ বা সুকুমার রায়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ।'শিল্পের কাজ,নতুন কিছু বলা অথবা পুরোনো কিছুকে নতুন ভাবে বলা' । আমরা লক্ষ্য করলে এ বিষয়টা গানের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই । সুর বা কথা নতুন ভাবে নতুন রূপে ফিরে এসেছে বারবার । 'যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু ' কোথায় যেন প্রভাবিত করে ' যখন কেউ আমাকে পাগল বলে ' তে অথবা ' হাউ মেনি রোডস ' প্রভাবিত করে ' কতটা পথ পেরোলে ' কে । অন্যদিকে ' সিস্টার অফ মার্সি ' সম্পূর্ণ নতুন ভাষ্যে প্রকাশ পায় ' শুনতে কি চাও তুমি ' তে ! বিভিন্ন ভাষাতে পূজা পর্যায়ের গানগুলো দর্শনগতভাবে একই পথের যাত্রী । 'ব্রহ্মান্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ' আর ' যব কহি পে কুছ নেহি থা ওহি থা ওহি থা ওহি তুম' এ কোন ফারাক থাকেনা , আবার ' ও পালনহারে নির্গুণ অউর ন্যারে, তুমরে বিন হামরা কৌন নাহি ' এর আকুতি মিশে যায় ' দীনহীনে কেহ চাহে না , তুমি তারে রাখিবে জানিগো ' তে । এভাবেই শিল্পের এই ধারা নতুন ভাবে নতুন ভাবে বয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে , নিরলসভাবে ।

ঘাটু গানের কথা

রাখী সাঁফুই

ইতিহাসে গানের জগতে এক উল্লেখযোগ্য ধারা হল এই 'ঘাটু গান'। পরিবর্তিত সমাজ আজ আধুনিক, যেখানে এই ঘাটু গান প্রায় বিলুপ্ত বললেই চলে। ছোট থেকে বড় অনেকেই জানেন না এই গান সম্পর্কে।এটি একটি পল্লী সঙ্গীত, যা পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু অঞ্চল ও গ্রামে আজও বিদ্যমান, মূলত বাংলাদেশে। ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে এই গান গাওয়া হতো বলে এর নামকরণ হয় ঘাটু গান। "ঘাট" শব্দটি থেকে "ঘাটু" শব্দের উৎপত্তি। তাই এই গান এর অপর নাম "ঘাটের গান"ও বলা হয়।ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল, বৃহত্তর কুমিল্লার উত্তরাঞ্চল ও সিলেট বিভাগের হাওর এলাকায় প্রচলিত। যাকে স্থানীয় ভাষায় আবার বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের গান ও বলা হয়।এই ঘাটু গানের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি, তবে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বা বয়স জ্যেষ্ঠ মানুষের থেকে শুনে জানা যায় কিছু অজানা তথ্য।

চলুন জেনে নিই সেগুলি হলো :

এই গান মূলত কৃষ্ণ প্রেম ও বিরহের প্রতীক। রাধা থেকে সখী প্রায় সকলে কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন, আর ঠিক এমন সময় আবির্ভাব ঘটে কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন এক ভক্তের। কৃষ্ণপ্রেমে এতই পাগল ছিল যে, সে কৃষ্ণের রাসের সঙ্গী হতে চেয়েছিল।আর এখান থেকেই উৎপত্তি ঘাটু গানের। সেই ভক্ত মেয়ে সেজে অর্থাৎ রাধার রূপ ধারণ করে বিরহের গান গাইতো এবং সাথে থাকতো ছেলেরা নারীর রূপে।

ঘাটু গানের বৈশিষ্ট্য :

১)আমরা আগেই জেনেছি কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন ভক্তরা ছেলে থেকে মেয়ের রূপ ধারণ করে এই গান গাইতো। তাই এই গানের এক বৈশিষ্ট্য হলো ছেলেরা নারী সজ্জায় সজ্জিত হবে।

২) ছেলেদের হতে হবে সুলভ মুখশ্রী।

৩) থাকতে হবে মেয়েলি ঢং। সাজতে হবে মেয়েদের মতন।

৪) যেহেতু এই গানটি ঘাটু গানে পরিচিত তাই গানটি নৌকায় বসে পরিবেশন করা হয়। তবে এখনকার দিনে নৌকার ওপর পরিবেশন না করলেও নৌকার নেয় বা সাদামাটা স্টেজের ওপর পরিবেশন করা হয়।

৫) ছেলেদের হতে হবে লম্বা, থাকতে হবে সুরেলা গলা। যাতে তারা গান ও নাচের মাধ্যমে দর্শকদের মন জিততে পারে।

৬) এই গানটি একটু অশ্লীল, তাই সাধারণত গ্রামে লোকালয় ছেড়ে এই গান পরিবেশন করা হয়।

এই গানটি মূলত প্রণয়-গীতি ও যৌনসংস্রবের জন্য এটি তার জনপ্রিয়তা হারায়। যেহেতু এখানে বালকরা নারী সেজে গান পরিবেশনা করত, এবং অশ্লীল কিছু আচরণ ও কথোপকথন এর মধ্যে তাদের বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে সেখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত তারা সমকামী।

কিন্তু সমাজ এখন একটু উন্নত হলেও তখন এতটাই উন্নত ছিল না যে, সমকামী মানুষদের তারা সমান চোখে দেখবে। তাদের সেই অশ্লীল আচরণ কে বাইজিদের সাথে তুলনা করা হয়। সমকামী সেই বালকদের অশ্লীলতা, কিংবা দর্শক থেকে অশ্লীল মন্তব্য উঠে আসা,এগুলিকে সমাজে ভালো চোখে দেখা যায় না।

অন্যদিকে পরিবর্তিত সময় তার রূপ বদলায়। বদলেছে তাদের চাওয়া ও পাওয়া, তাই পুরনো সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আর কেউ থাকতে চায় না। আর ঠিক এই কারণেই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে কৃষ্ণ বিরহ এই ঘাটু গান।

DO YOU KNOW THE SIZE OF YOUR BRAIN CAN ACTUALLY GROW BY MUSIC?

Rohit majumder

Music is something that you can never live without it. In our daily life music always comes with a new vibes. Either it can make you feel good for a moment and also low for some times.however It's not new to say that the existence of music fill with some emergent attributes that somehow regularly stimulates human lifestyle too.

“Music has healing power. It has the ability to take people out of themselves for a few hours.” — Elton John.

“There are few things that stimulate the brain the way music does,” says one Johns Hopkins otolaryngologist. Various Research from all over the world has shown that listening to music can reduce anxiety, blood pressure, and pain as well as improve sleep quality, mood, mental alertness, and memory.

Music mostly improves brain health and function in many ways. It makes you smarter subconsciously, happier, and more productive at any age. Habits of Listening music is really good and playing is better.

Music plays very important part in every human culture. people from around the world always respond to music in many different ways. That's how it became day to day partner of human lifestyle and it's carrying much significance all the time.Music may make you feel more hopeful in depression, powerful and much in control of your life.

Nowadays music present in all the parts of our daily life. The spirituality of music heals our souls. Research suggests that music can vividly inspire us. It can impact on physical illness, depression, spending, productivity and our perception of the world.

There is also Some research has suggested it can increase aggressive thoughts, or encourage crime too.

How musicians brain make difference from others humans brains?

When you learn to play an instrument whether a piano, guitar, violin, trumpet, or something else you simultaneously engage a large number of brain areas. These include areas responsible for sensation (hearing, touch, and vision), movement, and “cognitive functions” such as concentration, memory, reasoning, and decision making. Over years of training, these brain areas become better connected and you are able to learn and perform longer, more complex pieces.

It's proven that musicians brains have more gray matter in certain areas, they are better connected with more white matter. The areas with more gray matter include parts of auditory, somatosensory and motor (movement) cortex, parts of the frontal cortex (involved in cognitive functions), cerebellum (involved in the coordination of complex learned movements), and in vocalists Broca's area (involved in speech production). More white matter is seen in the connections between temporal (sensory) and frontal (cognitive) cortex, and in the corpus callosum, the thick axonal bridge that connects the left and right halves of the brain. These structural changes may help explain the increase in neural activity that functional scans have detected in musicians (compared to non-musicians) as they listen to and distinguish between the various sound elements of music and speech.

The testimony is clear that playing some musical instrument or listening to music or even singing can positively affect brain health and then our lifestyle subconsciously. Music can improve our daily mood, increase intelligence, enhance learning quality and concentration, and reduce the effects of brain aging.So now you should to play music & if you don't know how? Then just go and listen.

अन्यान्य

এপিটাফ

সৌমেন দাস

ইদানিং,
আমার আর কিছু মনে থাকে না।
কংক্রিট মোড়া ব্যস্ত শহরের নাগপাশ কাটিয়ে এসে
অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরে ঢুকলে আমি ভুলে যাই
আমার দিগ্বিদিক।
আমি ভুলে যাই, আমার চারপাশে জড়িয়ে থাকা
মানুষজন।
এতদিন আমার মাথার গায়ে যা কিছু খোদাই করা ছিল,
সব কিছুই এবার ধীরে ধীরে খসে পড়ছে,
জীর্ণ বাড়ির চটে যাওয়া দেওয়ালের প্রলেপের মতো।
আমি টের পাই
আমার ক্ষত বাড়ছে...

আমি লিখতে বসি।
অসহায় খাতার উপর নীরবে অক্ষর সাজায় রক্তাক্ত
কলম...

কী লিখি?

কবিতা
নাকি
নিজের জীবনের এপিটাফ

নক্ষত্র পতনের দশক পার

রোহিত মজুমদার

পরিবর্তনের নতুন প্রচেষ্টা যখন চলার মাঝেই থমকে যায়, তখন তার সঙ্গে বিরত হয় এক নতুন যুগের সূচনাও। একই সঙ্গে অবসান ঘটে শতাধিক নব্যচেতনার যা হয়ত বেশ কিছুটা বদলে দিতে পারতো বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের বর্তমান পরিস্থিতিকেও। ২০১১ সালের ১৩ই আগস্ট বাংলাদেশ সহ গোটা দুনিয়ার বাংলা ভাষার মানুষ এক চরম হাহাকার প্রত্যক্ষ করেছিলেন।যার কারণ ছিল একজন খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকারের অকালপ্রয়াণ। তিনি তারেক মাসুদ।

তারেক মাসুদের মতো একজন অমূল্য ব্যক্তির প্রয়াণে যেমন ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের চলচিত্রের জগতের, তেমনি একস্তরের মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়েছে প্রবল। তাছাড়াও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র থেকে শিল্প, রাজনীতি থেকে জাতিগত প্রায় সবস্তরেই এক বিরাট শূন্যতার জন্ম দিয়েছে। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যে সকলপ্রকার আশা প্রত্যাশা নিয়োজিত হতে পারে, এমন উদাহরণ আগেও বহুবার দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাসে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন বলা হয় সেদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালে মুজিবর রহমানের ভূমিকা।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে অসামান্য অবদান রাখা প্রশংসিত চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের জীবনাবসানের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা নিমেষেই সাড়া ফেলেছিল গোটা বাংলাদেশ জুড়ে। তার কর্মজীবনে তিনি দেশ বিদেশের একাধিক সংবাদ সংস্থাগুলির সাথে সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়ে ছিলেন। যার মাধ্যমে তারেক মাসুদ তার নিজ জীবনের বহু ভালো ও মন্দ উভয় ঘটনাকেই ব্যাখ্যা করেছেন তার জীবনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে।বাংলাদেশের এই জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা, ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার,নুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি জীবনের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালাভ করেছিলেন মাদ্রাসা থেকেই। যেহেতু তিনি ছিলেন গ্রামের ছেলে, তাই ঢাকা শহরের আলো, সাজসজ্জা ও আনাগোনা করা মানুষের ভিড়কে বিশেষ উপভোগ করবার সুযোগ মেলেনি বাল্যকালে। শহরের ভিড়কে তিনি মেলার মতন দেখতেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পরবর্তী সময়ে তিনি সাধারণ শিক্ষায় চলে যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগে বি.এ (অনার্স) ও এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনো চলাকালীন সময়ে তার জীবনে রাজনীতিতে এবং শিল্প, সংস্কৃতি ও দর্শনের অধ্যয়নের সাথে তার সম্পৃক্ততা তার বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরকে অধিক মাত্রায় বাড়িয়ে তুলেছিল। এছাড়া সেই সময়ে তারেক মাসুদ ছিলেন ' ফিল্ম সোসাইটি ' আন্দোলনের একজন অন্যতম সক্রিয় সদস্য।

মাসুদ যেমন একদিকে ছিলেন একজন চলচ্চিত্র পরিচালক, তেমনি অন্যদিকে চলচ্চিত্র প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার ও গীতিকারও। যেন এক ব্যক্তির মধ্যেই হাজার গুণের বিশিষ্টতা। তিনি তার বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'মাটির ময়না'-এর জন্য ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত কান চলচ্চিত্র উৎসবে ডিরেক্টরস ফোর্টনাইট বিভাগে 'আন্তর্জাতিক সমালোচক' ফিপ্রেসকি পুরস্কার সহ তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছেন।

চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র যা শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্রের জন্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করে। মাসুদ মাদ্রাসায় কাটানো নিজের শৈশবের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তাঁর ফিচার ফিল্ম 'মাটির ময়না' (দ্য ক্লে বার্ড) তৈরি করেন। যেমনটা আগেই উল্লেখ্য তারেক মাসুদ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং ১৯৮২ সালে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'আদম সুরত' শুরু করেছিলেন, যা বাংলাদেশী চিত্রশিল্পী এস.এম. সুলতানের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা একটি তথ্যচিত্র। মুক্তির গান, দেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর তৈরি করা বেশ কিছু দীর্ঘ সাময়িক ডকুমেন্টরি যা শ্রোতাদের দ্বারা বিপুল সাধুবাদ কুড়িয়েছে। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ‘মুক্তির কথা’, ‘নারীর কথা’ সহ আরও অনেক স্মরণীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তিনি। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের স্বাধীন চলচ্চিত্র আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন। তারেক বাংলাদেশ শর্ট ফিল্ম ফোরামের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রধান প্ল্যাটফর্ম।তারেক মাসুদ যে কেবলই একজন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন তাই নয়, লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তিনি বাংলাদেশের সংস্কৃতি, রাজনীতি, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় সবটাই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন নিজের সমগ্রটি দিয়ে। মনুষ্য জীবনের ভাষা ভাষা ধারণার বাইরে গিয়ে নিয়ে দুনিয়াকে এক অন্যভাবে দেখার প্রবণতা দেখিয়েছিলেন বার বার। যার উদাহরণস্বরূপ নিদর্শন হলো তার কর্মজীবনের শিল্পগুলি। সে গান হোক বা সিনেমা, প্রায় সবেতেই তিনি মানুষের জীবনের এক সামগ্রিক সত্যিকে তুলে ধরেছেন।

তিনি দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক শর্ট এবং ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছিলেন, যা ১৯৮৮ সালে আজ পর্যন্ত দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি ২০১১ সালের ১৩ আগস্ট মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।যা আমাদের কাছে, সমস্ত চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, ২০১২ সালে মরণোত্তর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার ‘একুশে পদক’ পান। তারেদ মাসুক আমাদের ও সমস্ত বাংলাদেশের মানুষের কাছে আজও সমান জনপ্রিয় ও চিরস্মরণীয়।